দৈনিক সংবাদ

47

তারিখ AUG 12 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কুড়িগ্রামের রাজারহাট থানা

# সাক্ষরতা অভিযান ব্যর্থ হবার পথে

কুড়িগ্রাম থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট থানার সাক্ষরতা অভিযান কার্যক্রম অনিয়ম দেখা দেয়ায় নিরক্ষরমুক্ত রাজারহাট ঘোষণার বিষয়টি ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়েছে।

জানা গেছে, '৯৭ সাল থেকে রাজারহাট থানায় সাক্ষরতা কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাকে কার্যক্রমের আওতায় স্বাক্ষর করার কার্যক্রম শুরু করা হয়। কিন্তু গ্রামের অভাব-অনটন এবং উদ্যোক্তাদের অব্যবস্থাপনার কারণে শিক্ষার্থীরা শেখায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলায় দীর্ঘ ৩ বছরেও এ ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি হয়নি। দেখা গেছে, গণশিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। কেন্দ্রের শিক্ষক বা সুপারভাইজাররা বাধ্য হয়ে শেষাবধি ২৫ বছরের উর্ধ্বে বা ১৫ বছর অনুর্ধ্ব শিক্ষার্থীদের ধরে এনে তাদের নাম কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত করতে হচ্ছে। ফলে কার্যক্রম শেষে প্রতিটি কেন্দ্রে নির্দিষ্ট বয়সী শিক্ষার্থী থাকে মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ। বাদবাকি যারা থেকে যায়, তাদের বয়স ১২ থেকে ১৪ অথবা ২৬ থেকে ৫০ বছরের মত। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই রয়েছে।

গত ৩ বছরে থানায় মোট ৬৯০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০ হাজার ৩শ' ৫০ জন পুরুষ এবং সমানসংখ্যক মহিলাকে সাক্ষর করা হয়েছে। কিন্তু বিগত '৯১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী থানার ১৫ বছর থেকে ২৫ বছর বয়সী নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ১৮ হাজার ২শ' ৪৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭ হাজার ৫শ' ২১ জন এবং মহিলা ১০ হাজার ৭শ' ২৩ জন। ১৯৯৮-৯৯ সালে এর সংখ্যা ১৫ হাজারের বেশি নয় বলে জানা গেছে। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন সরকারি অনুদানে এ পর্যন্ত উক্ত বয়সী ২০ হাজার ৭শ' পুরুষ ও মহিলাকে সাক্ষর করেছে। এ থানায় এই বয়সী আরো অনেক নিরক্ষর মানুষ রয়েছে বলে জানা গেছে।